যুগান্তর

তারিখ ... 1 FEB 2002 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ২ ...

একুশের বইমেলা

আজ বাংলা একাডেমী চত্বরে সৃজনশীল প্রকাশনা সমিতি ও বাংলা একাডেমীর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত মহান একুশের বইমেলা উদ্বোধন করিবেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এই গ্রন্থমেলা '৫২-র ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি অম্লান শ্রদ্ধা ও ভালবাসার স্মারক। ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে সাদা চাদর বিছাইয়া বাংলা একাডেমীর চটতলায় বই প্রদর্শনের সূচনা হইয়াছিল মুক্তধারার মাধ্যমে। একুশের অগণিত সংকলনের সম্পাদক, প্রকাশক, লেখকের ভিড়ে সেই আয়োজন ছিল একান্তই একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের অভিপ্রায়ের বহিঃপ্রকাশ। ১৯৭৬ সালে মুক্তধারার কর্ণধারের প্রচেষ্টায় বাংলাবাজারের একাধিক প্রকাশনা সংস্থা চট আর চাটাই বিছাইয়া সৃজনশীল বই বিক্রয়ের প্রয়াস চালায়। ক্রেতারা বই কিনিবেন- সেই ভরসায় প্রতি বৎসরই মেলা বসিতে থাকে। ক্রমান্বয়ে বাড়িতে থাকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা। অবশেষে ১৯৮১ সালে বাংলা একাডেমী যুক্ত হয় সৃজনশীল বই প্রকাশকদের বইমেলার সহিত। সেই হইতে প্রতি বৎসর বাংলা একাডেমী চত্বরে মহান একুশের বইমেলার আয়োজন হয়। তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বাংলা একাডেমী আয়োজন করে সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের সেমিনার। জাতি-চেতনার প্রকাশ কেমনভাবে ঘটিতেছে, এই আয়োজনে তাহার কিছুটা ছাপ ফুটিয়া উঠে। তবে সবচাইতে উৎসাহের বিষয় হইতেছে যে, সরকারপ্রধান এই মেলাই কেবল উদ্বোধন করেন না, বুক প্রমোশনের ব্যাপারেও সরকারের সংশ্লিষ্টতাকে কার্যকর করিবার অঙ্গীকার করেন। সেই অঙ্গীকার একুশের অঙ্গীকারের সফল বাস্তবায়নেরই একটি দিক, যাহা আমরা বহন করিয়া চলিয়াছি সত্তার গহনে।

সৃজনশীল পুস্তক একটি জাতির মননের প্রতীক, জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির প্রকাশিত রূপ। তাই জ্ঞান অন্বেষণের প্রথম ও প্রধান উপকরণ হইতেছে বই। গ্রন্থই কাল হইতে কালে বহন করিয়াছে সৃজনী শক্তির আধার। চলতি ২০০৩ সালকে জাতীয় গ্রন্থাগার বর্ষ হিসাবে ঘোষণা দিয়া প্রকাশনা ক্ষেত্রে নূতন প্রেরণার জন্ম দিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। দেশের প্রত্যন্ত এলাকার বিদ্যালয় ও গণমানুষের গ্রন্থ চেতনা চিরস্থায়ী করিতেই ঘোষিত হইয়াছে এই জাতীয় গ্রন্থাগার বর্ষ। কিন্তু সেই গ্রন্থাগারগুলিতে কাহারা পড়াশোনা করিবে এই প্রশ্ন উত্থাপন আজ জরুরি। সাক্ষরতার দিক হইতে আমরা ৬২ শতাংশে উন্নীত হইয়াছি কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিতের হার কত? উহা যে নিতান্তই অল্প, তাহা উপলব্ধি করা যায় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের পৌনঃপুনিক পশ্চাৎপদতায়। জাতির বৃহত্তর গোষ্ঠীর চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটে এইরূপ সাংস্কৃতিক বাতাবরণ সৃজন আজ অতীব জরুরি। সেই জন্য সৃষ্টিশীলদের মধ্যে মানবিক ঐক্য জোরদার করা দরকার। বাংলা একাডেমী সেই গুরুত্বপূর্ণ মেলবন্ধন গড়িয়া তুলিবার ভূমিকাটি সার্থকতার সহিত পালন করিতে পারে। একুশের বইমেলা আমাদের জাতীয় জীবনের বার্ষিক উৎসবে পরিণত হইয়াছে। আশা করি, সুসজ্জিত মেলাঙ্গন, নূতন বইয়ের মাদকতাময় ঘ্রাণ, নবীন-প্রবীণ কবি-সাহিত্যিক, উৎসাহী প্রকাশক ও গ্রন্থপ্রেমী অগণিত মানুষের অবিরাম আনাগোনায় এইবারের বইমেলাও হইয়া উঠিবে প্রাণবন্ত।